দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

011

সিঙ্গাপুরে ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনে ছাত্র ভর্তি

বর্তমানে সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের প্রত্যেকটি বিভাগেই সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর, মাষ্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রী কোর্সে জাতি, ধর্ম, গোত্র বর্ণ নাগরিকত্ব, বয়স, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।

এই ইনষ্টিটিউট থেকে পাস করতে পারলে বর্তমানে সিঙ্গাপুরে চাকরি সুনিশ্চিত।

সার্টিফিকেটসহ সমস্ত যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিতে হতেই হবে।

কোন বিদেশী ছাত্রছাত্রীকে সিঙ্গাপুরে পার্ট-টাইম চাকরি করে পড়তে দেয়া হয় না।

ষ্টাডি-লোন, বৃত্তি, হোষ্টেলের সুবিধা, মাসিক খরচ ইত্যাদি সবকিছু জানবার জন্য সরাসরি "এ্যাডমিশন অফিসারের" কাছে চিঠি দিতে হবে।

আগাম ভর্তি না হয়ে, কখনোই, কোনক্রমেই, কারো উপদেশেই, কোনভাবেই সিঙ্গাপুর যাওয়া উচিত নয়। কারণ, গেলেই ও দরখাস্ত করলেই ভর্তি হওয়া যাবে, এ গ্যারান্টি কেউই দিতে পারে না।

পূর্ণ নারী-স্বাধীনতার দেশ সিঙ্গাপুর। ছাত্রী বোনেরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা সহকারে ঐ দেশে পড়াশুনা করতে পারেন।

এই ব্যাপারে প্রবাসীদের 'তদবির' করার কোন প্রকার ক্ষমতা নেই। কারণ 'কেবলমাত্র মেধানুসারে' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। কাজেই প্রবাসীরা কোন 'ব্যক্তিগত চিঠি' লিখে অথবা ফোন করে, অযথা টাকা-পয়সা ও সময়ের অপচয় করবেন না।

আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্র ও অন্যান্য খবরাদির জন্য (এখন সার্টিফিকেটসমূহের কোন ফটোকপি পাঠাতে হবে না অথবা পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে হবে না। তবে ইংরেজিতে তরজমাকৃত মার্কশীটসমূহের ফটো কপিগুলো অবশ্যই পাঠাতে হবে)। নিচের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন (এই চিঠি সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'দি ষ্ট্রেটস টাইমস' পত্রিকার বিজ্ঞাপনানুসারে লিখছেন, এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

(ক) এ্যাডমিশন অফিসার
ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন
সিঙ্গাপুর-১০২৫
এশিয়া।

পুনশ্চ:-(১) কেউ যদি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ এই সংখ্যা 'সংবাদ' পত্রিকার একটি কপি আমাকে সরাসরি সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠান, তবে বিশেষ বাধিত হব।

ডাঃ আবুল হাসান (বুলু)
এম, বি, বি, এস,
কেয়ার অব পোষ্ট মাষ্টার,
সিঙ্গাপুর-০১০৪, এশিয়া।